"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
কুমিল্লা-৩৫০৬

ফোন: ০২৩৩৪৪১১১৪৫, মোবাইল: ০১৭৯০-৯৭৭৪৯৭, ই-মেইল: registrar@cou.ac.bd, website: www.cou.ac.bd

স্মারক কু:বি:/তথ্য ও জন./প্রে.বি/২০০৯/৪৫৭ তারিখ: ১৯/০৩/২০২৪ খ্রি.

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বক্তব্য

২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় অনেক সময় নেতিবাচক খবরের শিরোনাম হয়েছে। ২০২২ সালের ৩১ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেন প্রফেসর ড. এ এফ এম আবদুল মঈন। যোগদানের পর উপাচার্য নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনসহ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি লিডিং ও মানসম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এজন্য সর্বপ্রথম 'উদ্ভাবনে নেতৃত্ব, সমাজের ক্ষমতায়ন, উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা, মানবকল্যাণ, সম্প্রদায়কে সমৃদ্ধকরণ ও টেকসই প্ল্যানেট গঠন'-এর অঙ্গীকার নিয়ে তিনি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি ভিশন তৈরি করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার আয় থেকে মানসম্পন্ন প্রবন্ধ প্রকাশনায় উদ্বুদ্ধ করতে শিক্ষকদের জন্য মর্যাদাসম্পন্ন 'ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড' প্রবর্তন করা, শিক্ষকদের প্রকাশনার জন্য এডিটরিয়াল সাপোর্ট প্রদানসহ বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য আইইএলটিএস,জিআরই, জিম্যাট ইত্যাদি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য নিবন্ধন ফি প্রদান করা, গবেষণার মান বৃদ্ধিতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মানের বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য মর্যাদপূর্ণ ভাইস চ্যান্সেলর বৃত্তি প্রচলন করা, ক্রীড়ায় উদ্বুদ্ধকরণের জন্য স্পোর্টস বৃত্তি প্রচলন করা, কেন্দ্রীয়ভাবে একটি একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করে সেশন জট দূর করা, যেসকল শিক্ষক উচ্চতর ডিগ্রি করার পরও বিদেশে অবস্থান করার কারণে শিক্ষক সঙ্কট তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে নয়জনের কাছ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা ফিরিয়ে এনে পদগুলো শূন্য করে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া, স্বাস্থ্যকর, নান্দনিক ও নিরাপদ ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমের শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা, সর্বক্ষেত্রে অটোমেশন (ডি-নথি, ওয়েবসাইট, অ্যাপ, ইআরপি, ক্যাম্পাস এরিয়া নেটওয়ার্ক, পেমেন্ট গেটওয়ে) সেবার ব্যবস্থা করা, কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দুর্নীতিমুক্ত প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থা করা, নিয়োগ ও টেন্ডার বাণিজ্য বন্ধ করাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

এ সকল ব্যতিক্রমধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে দুই বছরে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক সফলতা অর্জন করেছে এবং জাতীয় পর্যায়ে তার ইমেজ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন, বর্তমানে গুচ্ছ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পছন্দের তালিকায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান অর্জনে সক্ষম হয়েছে। বৈশ্বিকি এডি (AD) ইনডেক্স-এর গবেষকদের তালিকায় কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের যেখানে মাত্র ৫ জন শিক্ষকের সংখ্যা ছিল, তা দুই বছরে ১৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৯০ জনে উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া 'এপিএ'তে যেখানে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ৪৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪২তম ছিল, বর্তমান উপাচার্য যোগদানের পর স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিয়মনীতি মেনে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করতে সমর্থ হওয়ার কারণে তা দুই বছরে উন্নীত হয়ে ১০ম স্থানে এগিয়ে এসেছে। অতিসম্প্রতি প্রকাশিত সিমাগো র‍্যাংকিং অনুযায়ী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চার নম্বরে জায়গা করে নিয়েছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। এ সমস্ত অর্জন একদিকে যেমন আমাদের সুনাম বৃদ্ধি করেছে, তেমনি করে বিশ্ববিদ্যালয়কে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিতে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অর্জন নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবার, স্টেকহোল্ডারসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই যখন গর্বিত, তখন হঠাৎ করেই এই অর্জন ও অগ্রযাত্রায় বাধার মুখে পড়ে। সম্প্রতি গত ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের পর নির্বাচিত শিক্ষক প্রতিনিধিরা মাননীয় উপাচার্যের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে তাঁর কার্যালয়ে আসেন এবং উপাচার্যের কক্ষে অনভিপ্রেত ঘটনার সূত্রপাত হয়। দুইদিন পর ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখ পুলিশের ফুল দেওয়ার তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপাচার্য ও শত শত শিক্ষার্থীর সামনে দুইজন শিক্ষককে অপমানিত করা হয়। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অর্জন ও উপাচার্যকে কটাক্ষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন মাধ্যমে কটূক্তি ও বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করাসহ বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হয়। এমন পরিস্থিতিতে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা ও সঠিক তথ্য প্রদানের স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নিজের অবস্থান সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে স্পষ্ট করার প্রয়োজন মনে করছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হলো।

১. গত ১৯/০২/২০২৪ তারিখে অনভিপ্রেত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় উপাচার্য ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। কমিটির কাজকে ত্বরান্বিত করার স্বার্থে ইউজিসি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মনোনীত প্রতিনিধির নাম পাওয়া স্বাপেক্ষে তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করবে।

২. একটি বিশ্ববিদ্যালয়কে লিডিং বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিণত করার জন্য শিক্ষক- শিক্ষার্থীদের উন্নতমানের জার্নাল প্রকাশনার বিকল্প নেই। বর্তমান উপাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার পর কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও প্রকাশনার মান বৃদ্ধিতে শিক্ষকদের জন্য ভাইস চ্যান্সেলর অ্যাওয়ার্ড, এডিটরিয়াল সাপোর্ট, আইইএলটিএস/জিআরই/জিম্যাট ফি প্রদান প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এর ফলে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উন্নতমানের জার্নাল প্রকাশনার সংখ্যা সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এই অর্জনকে আরো টেকসই ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের মানসম্পন্ন প্রকাশনার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সম্প্রতি পদোন্নতিপ্রাপ্ত শিক্ষকদের আবেদন স্বাপেক্ষে আপগ্রেডশন বোর্ডকর্তৃক নির্ধারিত মানসম্পন্ন জার্নাল প্রকাশনার সংখ্যা ও সময়ের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য সিন্ডিকেটে উপস্থাপন করা হবে বলে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

৩. মাননীয় উপ-উপাচার্যকে আহ্বায়ক করে শিক্ষাছুটি সংক্রান্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) অভিন্ন নীতিমালা ও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বের নীতিমালা বিবেচনায় এনে একটি যুগোপযোগী শিক্ষাছুটি নীতিমালা প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা সমুন্নত রেখে নতুন শিক্ষাছুটি নীতিমালা প্রণয়ন করে, যা পরবর্তী সময়ে সিন্ডিকেটে অনুমোদিত হয়।

৪. বর্তমানে ঢাকাস্থ গেস্ট হাউজ অতীতের মতোই চালু আছে। নির্ধারিত হারে ভাড়া দেওয়া স্বাপেক্ষে পূর্বের নিয়মেই শিক্ষক-কর্মকর্তারা গেস্ট হাউজ ব্যবহার করবেন।

৫. কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী, ডিন ও বিভাগীয় প্রধান নিয়োগ দেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটকর্তৃক তা অনুমোদিত হয়। কিন্তু গত ১৩/০৩/২০২৪ তারিখে সকল অনুষদের ডিনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনা ও আসন্ন ভর্তি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ডিন নিয়োগ জরুরি হয়ে পড়ে। ফলে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচেনায় এবং আইনকে সমুন্নত রাখার স্বার্থে জরুরি সিন্ডিকেট সভায় গতবারের ন্যায় ডিন নিয়োগপূর্বক অনুমোদন করা হয়।

৬. অধ্যাপক গ্রেড-১ ও গ্রেড-২ চেয়ে শিক্ষকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং দীর্ঘদিনের জটিলতা নিরসনে ঐতিহ্যবাহী একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক (গ্রড-১) যিনি কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য-তাঁকে সংযুক্ত করে ইতোমধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বহিঃস্থ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত স্বাপেক্ষে উচ্চতর গ্রেড প্রদান সম্পন্ন করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

উপরোল্লিখিত একাডেমিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়াও কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশ্বাস করে, সৌহার্দপূর্ণ ও গঠনমূলক আলোচনাই হচ্ছে যেকোন সমস্যা সমাধানের একমাত্র পন্থা। আর উত্থাপিত যেকোনো বিষয়ে আলোচনা বিষয়ের সঙ্গে সরাসরি সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যেই হওয়া বাঞ্চনীয়। সরাসরি সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোনো পক্ষকে তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মোটেও সমীচীন ও পেশাদার আচরণ নয়। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি একাডেমিক প্ল্যান প্রবর্তন করার কারণে গত দুই বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সেশন জট হয়নি। অতএব সাম্প্রতিক সময়ে যেসকল শিক্ষক ক্লাসরুমের বাইরে রয়েছেন, সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীদের স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে তাঁদেরকে পাঠদান কাজে ফিরে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

(মোহাম্মদ এমদাদুল হক)
জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা-৩৫০৬

অনুলিপি:

১. পিএস টু ভিসি (উপাচার্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), কুবি।
২. পিএস টু প্রো-ভিসি (উপ-উপাচার্য মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), কুবি।
৩. পিএ টু ট্রেজারার (ট্রেজারার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), কুবি।
৪. সংশ্লিষ্ট নথি